অভিন্ন নাগরিক আইন (UCC)

অভিন্ন নাগরিক আইন মানে দেশের সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন ব্যক্তিগত আইন। এই বিধিটি ভারতে বিদ্যমান ধর্মীয় ব্যক্তিগত আইনগুলিকে প্রতিস্থাপন করবে এবং একটি অভিন্ন আইন থাকবে যা সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে, ধর্ম নির্বিশেষে প্রযোজ্য হবে। এর অর্থ সমগ্র দেশের জন্য একটিই আইন যা ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য। 'অভিন্ন নাগরিক আইন' শব্দটি ভারতীয় সংবিধানের 44 নং ধারায় অংশ 4-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 44 নং ধারা রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে একটি।

একটি দেশে অভিন্ন নাগরিক আইন থাকা কেবল ন্যায়বিচারকেই ইঙ্গিত করে না, বরং একটি দেশ কীভাবে তার মধ্যে বসবাসকারী বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যাকে সামঞ্জস্য করে তাও তুলে ধরে।

অভিন্ন নাগরিক আইন ভারতীয় রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি একটি ব্যাপক বিতর্কিত বিষয় যার প্রশ্নগুলি WBCS Exam তে জিজ্ঞাসা করা হয়। নিবন্ধটি পড়ুন এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সাম্প্রতিক ঘটনা সহ অভিন্ন নাগরিক আইন সম্পর্কে আরও জানুন।

অভিন্ন নাগরিক আইন কি?

অভিন্ন নাগরিক আইনের অর্থ হল লিঙ্গ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের জন্য একই আইন প্রযোজ্য হবে, ধর্ম বা লিঙ্গের ভিত্তিতে নাগরিকদের জন্য কোন পৃথক ব্যক্তিগত আইন থাকবে না। ভারতীয় সংবিধানের 44 নং ধারায় অংশ 4-এ অভিন্ন নাগরিক আইনের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে- "রাষ্ট্র ভারতের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন নাগরিক আইন সুরক্ষিত করার চেষ্টা করবে"।

ভারতীয় সংবিধানের 44 নং ধারা, রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশক নীতিগুলির মধ্যে একটি যা রাষ্ট্রের জন্য নাগরিকদের ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে একটি অভিন্ন নাগরিক আইন (UCC) প্রদান করা বাধ্যতামূলক করে। তা সত্ত্বেও, সংবিধানের 37 নং ধারা নিজেই এটি পরিষ্কার করে যে রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশক নীতি "কোন আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য হবে না"। এটি ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের সংবিধান নিজেই বিশ্বাস করে যে একটি অভিন্ন নাগরিক আইন কিছু উপায়ে প্রয়োগ করা উচিত, তবে এটি এই বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করে না।

অভিন্ন নাগরিক আইনের ইতিহাস

ভারতে ঔপনিবেশিক যুগে একটি অভিন্ন নাগরিক আইনের জন্য বিতর্ক দেখা দেয় এবং তাই এটির চাহিদা অনেক আগে থেকেই। এর উদ্ভব হয়েছিল যখন ব্রিটিশ সরকার 1835 সালে ভারতীয় আইনগুলির একটি অভিন্ন সংকলন করার জন্য তাদের রিপোর্ট পেশ করে যাতে ন্যায়বিচার প্রদান করা সহজ হয়। প্রাক-স্বাধীনতা সময়ে (ঔপনিবেশিক যুগে), ফৌজদারি আইন বিধিবদ্ধ ছিল এবং সমগ্র দেশের জন্য সাধারণ হয়ে ওঠে। যদিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ব্যক্তিগত আইন পৃথক নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

স্বাধীনতার পরে ভারতের সংবিধানের খসড়া তৈরি হয়েছিল, যেখানে বিশিষ্ট নেতারা প্রধানত সেই সময়ে ধর্মীয় মৌলবাদী এবং অজ্ঞ জনসাধারণের বিরোধিতার কারণে একটি অভিন্ন নাগরিক আইনের জন্য চাপ দিয়েছিলেন। সেই সময়কালে সংঘটিত কিছু সংস্কার হল হিন্দু কোড বিল, উত্তরাধিকার আইন, হিন্দু বিবাহ আইন, সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন, এবং দত্তক ও রক্ষণাবেক্ষণ আইন।

অভিন্ন নাগরিক আইন সম্পর্কিত মামলা

1985 সালে প্রথমবারের মতো মহম্মদ আহমেদ খান বনাম শাহ বানো বেগমের মামলায় (যা পরবর্তীতে সারা দেশে শাহ বানো মামলা হিসেবে পরিচিত হয়) ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সংসদকে একটি অভিন্ন নাগরিক আইন গঠনের নির্দেশনা দেয়। শাহ বানোর এই মামলাটি ফৌজদারি কার্যবিধির 125 ধারা অনুসারে তিন তালাক পাওয়ার পরে তার স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের পরিমাণ পাওয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিল। যাইহোক, সরকার 1986 সালে মুসলিম মহিলা (তালাকের উপর সুরক্ষার অধিকার) আইন নিয়ে এসে এই মামলা সম্পর্কিত কোর্টের সিদ্ধান্তটি ঘুরিয়ে দেয়। এই আইন অনুসারে, আগের আইনে একজন মুসলিম মহিলার ভরণপোষণ চাওয়ার অধিকার ছিল না। অবশেষে, 2017 সাল নাগাদ, তিন তালাক, যা এই সম্প্রদায়ের কাছে তালাক-ই-বিদাত নামে পরিচিত ছিল, এটিকে অসাংবিধানিক এবং আইনের বিরুদ্ধে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা যা আলোচনায় এসেছিল তা হল 1995 সালে সরলা মুদ্গাল মামলা, যা বিদ্যমান ব্যক্তিগত আইনের অধীনে দ্বি-বিবাহ এবং বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিরোধের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে।

অভিন্ন নাগরিক আইনের পক্ষে যুক্তি

একটি অভিন্ন নাগরিক আইন দেশকে একত্র করতে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আমাদের দেশ বিভিন্ন ধর্ম, রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বৈচিত্রপূর্ণ। যদিও স্বাধীনতা এই একত্রিত করার কাজ করেছে, তবুও অভিন্ন নাগরিক আইনের মাধ্যমে এই একতা আরও শক্তিশালী হবে। বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম বা উপজাতির সকল ভারতীয়কে একই ছাদের নিচে আনার জন্য একটি জাতীয় নাগরিক বিধি অনুসরণ করা হবে। কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়াই সমতার ধারনা আরও শক্তিশালী হবে, যার অর্থ সকলকে এক মনে করা। এর ফলে মানবজাতি আরও শক্তিশালী হবে এবং সকলের উপকারে আসবে এমন সহজ আইনি ব্যবস্থা অনুসরণ করে দেশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

ভারতে অভিন্ন নাগরিক আইনের প্রয়োজন কেন?

অভিন্ন নাগরিক আইন প্রয়োগ করার অর্থ ভারতকে একটি দেশ হিসাবে একত্রিত করা, কারণ দেশের সমস্ত অংশের লোকেরা বিভিন্ন ধর্ম, রীতিনীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানগুলি অনুসরণ করে। এই বিধি আনার উদ্দেশ্য ভারতকে একীভূত করা। দেশের সকল নাগরিকের জন্য একটি জাতীয় নাগরিক বিধি তাদের সমান হিসাবে বিবেচনা করবে। অভিন্ন নাগরিক আইন বিবাহ,

বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, রক্ষণাবেক্ষণ, দত্তক নেওয়া এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মতো ক্ষেত্রগুলিকে কভার করবে, যেখানে সবাই সমান হবে।

অভিন্ন নাগরিক আইন সম্পর্কিত ধারা

ভারতীয় সংবিধানের 44 নং ধারা অনুসারে, দেশের নাগরিকদের কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়াই সমানভাবে আচরণ করা উচিত। ধর্ম যেন কোনো সময়েই তাদের বিচ্ছিন্ন না করে, বরং একতাবদ্ধ রাখে। এটি বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, রক্ষণাবেক্ষণ, দত্তক নেওয়া এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মতো ক্ষেত্রগুলিকে কভার করে যেখানে প্রত্যেকে সমান এবং সকলের জন্য একই আইন অনুসরণ করা আবশ্যক।

গোয়াতে অভিন্ন নাগরিক আইন

ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য অভিন্ন নাগরিক আইনের প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে এবং 1867 সালের পর্তুগিজ সিভিল কোডের অধীনে সীমিত অধিকার সুরক্ষিত করার প্রক্রিয়ায় গোয়া হল একটি দুর্দান্ত উদাহরণ যা ভারতের সর্বোচ্চ আদালত, সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। 1870 সালে গোয়ায় সাধারণ নাগরিক আইন চালু হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে, বিভিন্ন রায়ের উপর ভিত্তি করে আইনটিতে অনেক পরিবর্তন দেখা গেছে। আইনের আধুনিক সংস্করণ 1966 সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্যক্তিগত আইনের উপর অভিন্ন নাগরিক আইনের প্রভাব

অভিন্ন নাগরিক আইন বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত আইনের উপর একটি নিয়মবিধি, যা লিঙ্গ, ধর্ম এবং যৌন অভিযোজন নির্বিশেষে সকল নাগরিককে একত্রিত করে। এর কারণ হল বেশিরভাগ ব্যক্তিগত আইন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্মীয় গ্রন্থ এবং সম্পর্কিত জিনিসগুলির উপর নির্ভর করে, এবং এইভাবে একটি বড় বিভাজন নিয়ে আসে। তাই অভিন্ন নাগরিক আইন বলতে বোঝায় যে সম্প্রদায় বা ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে শুধুমাত্র একটি সাধারণ আইন অনুসরণ করা।

অভিন্ন নাগরিক আইনের ত্রুটি

ভারত হল ধর্ম, বর্ণ, ঐতিহ্য, প্রথা ইত্যাদির মধ্যে বিশাল বৈচিত্র্যের দেশ তাই এই কোডটি খুব সহজে দেশে আনা কার্যত সম্ভব নয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে কোডের প্রয়োগ তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের উপর সীমাবদ্ধতা বোঝায়। অভিন্ন নাগরিক আইন ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করে সংবিধানের বিরুদ্ধে যেতে পারে। যখন দেশ ইতিমধ্যে অনেক বিতর্কের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তখন অভিন্ন নাগরিক আইনের প্রবর্তন উপযুক্ত বা কাম্য নয়।

অভিন্ন নাগরিক আইন বাস্তবায়নে সমস্যা

অভিন্ন নাগরিক আইন একটি সাধারণ বিধি অনুসরণ করে জনগণকে একত্রিত করেছে কিন্তু অনেকের মতে এটি জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে কারণ মৌলিক অধিকার অংশে বিবৃত বেশ কিছু বিধানের সাথে এটির কিছু অমিল রয়েছে। সংবিধানের 25 নং ধারা অনুসারে বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা, কারোর ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার স্বাধীনতা, ধর্মীয় রীতি অনুশীলন করার স্বাধীনতা এবং ধর্মের প্রচারের অধিকার এবং 26 নং ধারার অধীনে ধর্মীয় বিষয়গুলি পরিচালনা করার স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অভিন্ন নাগরিক আইন সফলভাবে বাস্তবায়নের উপায়

আইনের অভিন্নতা এবং সংবিধান অনুসারে সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের অর্থ হল সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য ভাল আইনগুলি গ্রহণ করার জন্য জনগণকে প্রগতিশীল এবং বিস্তৃত মনের অধিকারী করা। এই সময় প্রয়োজন সর্বাধিক মানুষকে এই নিয়মবিধি সম্পর্কে সচেতন করে এই শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং সংবেদনশীলতা কর্মসূচি নিয়ে আসা। সমস্ত ধর্মকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে এবং তাদের কাউকেই কোনভাবেই বৈষম্য করা উচিত নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের অনুভূতি অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই আইনগুলি আসার সাথে সাথে কোনও সময়ে তাদের আঘাত করা উচিত নয়। এটি একটি সংবেদনশীল বিষয় যা দেশ ও এর জনগণের কল্যাণের জন্য অবশ্যই যত্ন নেওয়া উচিত।

অভিন্ন নাগরিক আইন কি?

অভিন্ন নাগরিক আইন একটি সাধারণ নিয়মবিধি বা আইন যা প্রত্যেক নাগরিককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ধর্ম বা অন্য কোনো বৈষম্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত আইন প্রতিস্থাপন করে।

অভিন্ন নাগরিক আইনের আওতায় কী আছে?

অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রগুলি হল বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, রক্ষণাবেক্ষণ, দত্তক নেওয়া এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার যেখানে সবাই সমান এবং সকলের জন্য একই নিয়মবিধি অনুসরণ করা আবশ্যক।

44 নং ধারায় অভিন্ন নাগরিক আইন কি?

ভারতীয় সংবিধানের অংশ 4-এর 44 নং ধারা, রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশক নীতিগুলির মধ্যে একটি যা রাষ্ট্রের জন্য নাগরিকদের ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে একটি অভিন্ন নাগরিক আইন (UCC) প্রদান করা বাধ্যতামূলক করে।

অভিন্ন নাগরিক আইনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর কী কী সংস্কার হয়েছিল?

হিন্দু কোড বিল, উত্তরাধিকার আইন, হিন্দু বিবাহ আইন, সংখ্যালঘু এবং অভিভাবকত্ব আইন, এবং দত্তক ও রক্ষণাবেক্ষণ আইন।

অভিন্ন নাগরিক আইনের গুরুত্ব কী?

অভিন্ন নাগরিক আইন কোনো বৈষম্য ছাড়াই সমগ্র জনগণকে সমান মর্যাদা দিয়ে একটি সাধারণ আইন অনুসরণ করে জাতিকে এক হতে বাধ্য করেছে। আদালতের মনোযোগ প্রয়োজন কেবলমাত্র সেই মামলাগুলি গ্রহণ করার মাধ্যমে এটি দেশের বিচারব্যবস্থাকে স্বস্তি দেবে এবং জটিল আইন ও বৈধতা থেকে বেরিয়ে এসে আইনি ব্যবস্থাকে সহজ করতে সহায়তা করবে। এটি বিচারের প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে এবং বিচার আর বিলম্বিত হবে না।

অভিন্ন নাগরিক আইন কে এনেছিলেন?

ভারতীয় সংবিধানের জনক ডঃ বি আর আম্বেদকর সংবিধান তৈরি করার সময় অভিন্ন নাগরিক আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে আপাতত, এটি স্থায়ী করা উচিত নয় বরং স্বেচ্ছাধীন রাখাই শ্রেয়। এটি হয়েছিল যখন সংবিধানের খসড়ায় 35 নং ধারাটিকে ভারতের সংবিধানের 44 নং ধারার মতো অংশ 4-এ রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশক নীতিগুলির একটি অংশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল।